সংবাদ

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ......

### মীরসরাই এসএম সর. মডেল প্রা. স্কুল

# ভবন সংকটে বেসরকারি স্কুলে সরকারি বিদ্যালয়ের পাঠদান

প্রতিনিধি, মীরসরাই (চট্টগ্রাম)

ভবন সংকটের কারণে চরম বিপাকে পড়েছে মীরসরাই উপজেলার এসএম সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চারলেন প্রকল্পের কাজের জন্য বিদ্যালয়টির তিনটি ভবনের মধ্যে দুটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভবন সংকটের কারণে পাশের পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে চলছে এসএম সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাস। ফলে এ বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে। চলতি আগষ্ট পর্যন্ত দুই বছর ধরেই "সুরাহা" হয়নি" ভবন সংকটের। এসএম সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজহারুল ইসলাম জানান, ১৯৪৯ সালে তৎকালীন দক্ষিণ তালবাড়িয়া অবৈতনিক মক্তবকে এসএম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী ও ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। ১৯৭৬ সাল থেকে বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় ১৯৮৫ সালে সরকার বিদ্যালয়টিকে উপজেলার মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তিনি আরো জানান, বিদ্যালয়ের জন্য '৮০-র দশকে সরকারিভাবে দুই কক্ষের একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। এরপর ২০০২-০৩ অর্থবছরে চার কক্ষের একটি এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছরে দুই কক্ষের আরেকটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চারলেন প্রকল্পের কাজ শুরু হলে চার কক্ষের ভবন ও দুই কক্ষের দুটি ভবন ভেঙে ফেলা হয়। অন্য ভবনটিতে বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে পার্শ্ববর্তী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ভবনে সকাল সাতটা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস করা সুযোগ করে দেয়। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ করতে হয়। এখন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে তাদের বিদ্যালয় খালি করে দেয়ার জন্য চিঠি দিয়েছে। এই বিষয়ে মীরসরাই উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম রহমান চৌধুরী বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যালয়টির জন্য ভবন বরাদ্দ দিতে চিঠি দিয়েছি। বিদ্যালয়টির জায়গা নিয়েও কিছু সমস্যা রয়েছে। শীঘ্রই ভবনের জন্য বরাদ্দ পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে মীরসরাইয়ের উপজেলা নির্বাহী অফিসার জিয়া আহমেদ সুমন বলেন বিদ্যালয়ের জমি নিয়ে যে সমস্যা আছে তা ও শীঘ্রই নিরসন করা যাবে বলে প্রত্যাশা করছি।

> ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চারলেন প্রকল্পের কাজের জন্য বিদ্যালয়টির তিনটি ভবনের মধ্যে দুটি ভেঙে ফেলা হয়েছে